নকশালবাড়ি

অতন্দ্র উত্থানগাথা

নকশালবাড়ি

অতন্দ্র উত্থানগাথা

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

মধুময় পাল

সহযোগী সম্পাদক

অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও উৎপল বসু

পুনশ্চ

NAXALBARI
Atandra Utthangatha
(A collection of essays and documents on Naxalbari Movement)
Edited by
Madhumay Pal

Part I

First Edition
January 2026

ISBN 978-81-7332-768-1

Price
₹ 650

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ
সৌরীশ মিত্র

দাম
₹ ৬৫০

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

সমাজবদলের স্বপ্ন
যাঁরা দেখেন
দেখবেন

সূচি

ভূমিকা: স্বপ্নের সানুদেশে শস্যের দিন ১১

পর্ব-১ বিপ্লব একটি প্রবাহ

অভ্যুত্থানের পটভূমি ১৯

৮ দলিলের চীনে পাড়ি ও কৃষ্ণভক্ত শর্মা পৌড়েল ২৪

‘তরাইয়ের কৃষকের পক্ষে দাঁড়ান’ ২৮

ইতিহাসের আগুনরক্তমাখা দু-টি দিন ৩০

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি ও রাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার জবাব দিন ৩৪

নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রামকে রক্ষা করুন ৩৫

২৮ জুন তারিখে ‘দেশহিতৈষী’ অফিসের আসল ঘটনা ৩৭

‘দেশহিতৈষী’র ঘটনার রাজনৈতিক পটভূমিকা ৪০

কমরেড পি সুন্দরাইয়ার কাছে কমরেড নিরঞ্জন বোসের চিঠি ৪৫

কমরেড মুজফফর আহমদের কাছে ‘দেশহিতৈষী’র বহিষ্কৃত কর্মীদের খোলা চিঠি ৪৬

ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ ৪৮

সম্পাদকীয়: ‘দেশব্রতী’র ডাক ৫১

নকশালবাড়ির সমর্থনে দাঁড়ান ৫৩

নকশালবাড়ির গ্রামে ও পথে ৫৭

চীনের স্বপ্নবাস্তবে চার নকশালপন্থী ৬২

সৌরেন বসুর নেতৃত্বে চীনে আট নকশালপন্থী ৬৯

যুক্তফ্রন্টের প্রতিশ্রুতি ও নকশালবাড়ি ৭১

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র বিপ্লবীদের ঘোষণা ৭৩

মাও সে তুংয়ের চিন্তাধারার আলোকে ভারতের বিপ্লবী পার্টির জন্ম ৭৬

পয়লা মে কলকাতার ময়দানে বিপ্লবী জনতার ঐতিহাসিক সমাবেশে
কানু সান্যালের ভাষণ ৮০

‘দক্ষিণদেশ’ সংগঠনের স্বতন্ত্র উদ্যোগ	সুশীল রায়	৮৫
ডেবরায় দ্বিতীয় নকশালবাড়ি?	প্রদীপ ভট্টাচার্য	৮৭
কাঁকসা-আউসগ্রামের সংগ্রাম	সুশীল রায়	৯২
গোপীবল্লভপুরে ফসল কাটার অভ্যুত্থান, ১৯৬৯	সন্তোষ রাণা	৯৫
সৌরেন বসু আবার চীনে		১০১
চীনের পার্টির ‘অপ্রিয়’ কথাবার্তা এবং চারু মজুমদারের অসুস্থতা		১০৩
ডিহির বিপ্লবী কৃষক সংগ্রাম	মৃন্ময় চক্রবর্তী	১০৯
অবশেষে ঐক্যবদ্ধ জনযুদ্ধ-এমসিসি	অন্বয় মিত্র	১১২

পর্ব-২ অগ্রসৈনিকেরা

চারু মজুমদার	১১৫
অমূল্য সেন	১১৮
কোণ্ডাপল্লি সীতারামাইয়া	১৩০
সুশীতল রায়চৌধুরী	১৩২
কানাই চট্টোপাধ্যায় (কে সি)	১৩৫
চন্দ্রশেখর দাস (দাদু)	১৩৮
সরোজ দত্ত	১৪০
কানু সান্যাল	১৪১
সৌরেন বসু	১৪৪
প্রমোদ সেনগুপ্ত	১৫৩
অসিত সেন	১৫৪
টি নাগি রেড্ডি	১৫৬
চন্দ্রপুল্লা রেড্ডি	১৫৭
জঙ্গল সাঁওতাল	১৫৮
কেশব সরকার	১৬১
বাবুলাল বিশ্বকর্মকার	১৬২
সুনীতিকুমার ঘোষ	১৬৪
নিরঞ্জন বসু	১৬৫
নাগভূষণ পট্টনায়ক	১৬৬
সত্যনারায়ণ সিং	১৬৯

শিউকুমার মিশ্র		১৭১
মুকুর সর্বাধিকারী		১৭২
সত্যানন্দ ভট্টাচার্য		১৭৪
অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী		১৭৫
বনবিহারী চক্রবর্তী		১৭৬
সুশীল রায়		১৮৫
মণিলাল সিংহ		১৮৭
নারায়ণ সান্যাল		১৯০
সুব্বারাও পাণিগ্রাহী		১৯২
দ্বিজেন চক্রবর্তী		১৯৪
অনিল মুখার্জি		১৯৫
যোগেন মুখার্জি		১৯৬
পঞ্চানন সরকার		১৯৬
সুব্রত দত্ত (জহর)		১৯৭
বিনোদ মিশ্র (ভি এম)		১৯৮

পর্ব-৩ সাক্ষাৎকার

খোকন মজুমদার : কিছু শোনা, কিছু পড়া		২০৩
কোটিয়াজোতে নবতিপর বিপ্লবী মুজিবর		২০৬
ক্ষুদন মল্লিকের সঙ্গে বজ্রনির্ঘোষের পথে পথে		২০৯
কানু সান্যালের দাওয়ায় বসে শোনা		২১৪

পর্ব-৪ স্মৃতিকথা

আমার শহরের কয়েকজন কমিউনিস্ট	অশ্রুকুমার সিকদার	২১৯
‘চারুদা বলা যাবে না, বলতে হবে শ্রদ্ধেয় নেতা’	খোকন মজুমদার	২২৫
‘দেশহিতৈষী’ থেকে ‘দেশব্রতী’ এবং	নিমাই ঘোষ	২২৯
বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ ও দেড়যুগের চালচিত্র	শৈবাল মিত্র	২৩৫
আলোর ফুলকিগুলো	স্থবির দাশগুপ্ত	২৫১

পর্ব-৫ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

নকশাল দমন এবং শঙ্খ ঘোষের চিঠি		২৬৫

জল্লাদের উল্লাসমঞ্চ	সূর্য রায়	২৭০
সোনি সোরি : রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার		২৯৩
পর্ব-৬ মূল্যায়ন		
জনযুদ্ধের দলিলে মূল্যায়ন		২৯৯
অতীতের মূল্যায়ন		৩১১
সিপিআই(এম-এল)-এর ইতিহাস (১৯৬৯-৭২)	কানু সান্যাল	৩১৮
কমরেড চারু মজুমদার প্রসঙ্গে কিছু কথা	সন্তোষ রাণা	৩৪৪
চারু মজুমদার প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা	অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৫
সুশীতল রায়চৌধুরী: প্রকৃত কমিউনিস্টের জীবন		৩৫৮
কানু সান্যাল: ভাবমূর্তি কখনোই মোছা যাবে না	অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬২
নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চড়াই-উৎরাই	চিত্তরঞ্জন দাশ	৩৬৪
নকশালবাড়ি একাল ও সেকাল	বিনোদ মিশ্র	৩৭৪
ফিরে দেখা: মূর্তিভাঙার রাজনীতি ও সরোজ দত্ত	অশোক চট্টোপাধ্যায়	৩৭৭
‘গ্রামবাংলার পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় নকশাল আন্দোলন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ’	দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী	৩৮৮
নকশালবাড়ির পঞ্চাশ বছর: কিছু প্রশ্ন	সন্তোষ রাণা	৩৯২
এক মহাকাব্য তৈরি হয়েছিল এ দেশে	রতন খাসনবিশ	৩৯৮
নকশাল আন্দোলন ও সমর সেন	অশোক চট্টোপাধ্যায়	৪০২
উত্তরাধিকার গড়ে উঠল কি?	তাপস সিংহ	৪১৫
পর্ব-৭ বিপ্লবী চেতনার নতুন ধারায়		
শংকর গুহ নিয়োগী: বিপ্লবী আন্দোলনের নতুন রূপ	ডা. পুণ্যব্রত গুণ	৪২৩

ভূমিকা

স্বপ্নের সানুদেশে শস্যের দিন

আঁধারবিস্তারের এই ঘোর সময়ে আলোর জাগরণের দিনগুলির কথা আরও বেশি বলা দরকার। কর্পোরেট ও ধর্ম-চিহ্নিত রাজনীতির দৌরাত্ম্য আর বেলাগাম দুর্নীতি ও লুঠপাটের প্রেক্ষিতে সেই বিশ্বাসের কথা আরও বেশি বলা দরকার যা দেশবাসীর শোষণমুক্তি চেয়েছিল এবং চায়। আলোর সে জাগরণ দ্রুত আবছা হয়ে গিয়েছে, এটা ঘটনা। কিন্তু ঝলকানিতেই চিনিয়ে দিয়েছে আমাদের বেঁচে থাকা কতটা ক্লীব ও ক্লিন্ন, প্রকৃত বেঁচে থাকা কাকে বলে, কীভাবে বাঁচতে হয়। বুঝিয়ে দিয়েছে সমাজবদল ছাড়া শোষণ থেকে মুক্তি নেই, তার জন্য চাই বিপ্লব প্রবাহ, আপোশের পথ নয়, ভণ্ডামি তঞ্চকতা নয়। সেই আলোর ওপর হিংস্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যাবতীয় প্রতিক্রিয়া। আজও ঝাঁপায়।

২

এ মাটি শস্যভূমি। শোষণের সামন্তভূমি। রাষ্ট্রীয় পীড়নভূমি। এই মাটি আগুনের ধাত্রীভূমি।
গ্রামীণ জনপদের মাটি-খড়-দরমার ঘরে ঘরে শ্রম আর ক্ষুধার চিরজীবী সহাবস্থান।
সামন্তপ্রভুদের গোলায় শস্যের সোনালি গন্ধ, আহা, কী মাদকতা।
প্রভুদের বৈঠকখানায় নেশা পেতে আসে পুলিশ। বদ্‌বাবুদের সেবা দেয়।
বেশি দূরে নয় মেচি নদী, বয়ে যায় মান্‌ঝা খেমচি বাতারিয়া, আরও নদী পাহাড়ের।
দূরে নয় পাহাড় টিলা জঙ্গলের প্রাকৃত সমাদর, আলোমেঘবাতাস এখানে দেদার।
এইখানে একদিন জ্বলে উঠেছিল স্ফুলিঙ্গ, ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতপ্রান্তরে।

আবেগটা যেতে চায় না। যাবে কেন? যে বিশ্বাস নিয়ে ঘর ছেড়ে কৃষকের পাশে দাঁড়িয়ে বন্ধুরা স্বজনরা পুলিশের গুলিতে, দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ দিল, জেলে জেলে চরমতম অত্যাচার সয়ে মারা গেল, তা ছিল শুভকল্যাণ দিয়ে গাঁথা। মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখা অপরাধ নয়। পরিচালনায় ভুল নিশ্চয় ছিল। পরিকল্পনায় অদূরদর্শিতা ছিল, নেতৃত্ব দুর্বল ছিল, হয়তো তত্ত্বেও বিভ্রান্তি ছিল। ভুল শ্রেণিযুদ্ধ ডেকে এনেছিল খুনোখুনি, রণনীতি ও রণকৌশল একাকার হয়ে গিয়েছিল প্রাথমিক সাফল্যের উন্মাদনায়। কিন্তু শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় নতুন স্বদেশের প্রেরণায় হাজার হাজার মানুষের আত্মত্যাগ মিথ্যে ছিল না।

ডিসেম্বরের দুপুর। সাল ২০১৫। শীত নেই মোটে। হাতিঘিষায় কানু সান্যালের বাড়ির সামনের পথের ধারের সরকারি জলকলের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। পাশে জল কল্লোল। মান্‌ঝা বয়ে চলেছে। হাঁটুজল। বোল্ডারে বোল্ডারে ধাক্কার ছলছল শব্দ। বাঁশবনে বাতাসের সরসর। মান্‌ঝার ওপারে অনেকটা জায়গা জুড়ে তিনতলা বাড়ি হচ্ছে। শুনেছি, ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল হবে। অনেক কিছু পালটে গেছে হাতিঘিষার। এই কলে শেষবার স্নান করেন কানু সান্যাল ২৩ মার্চ ২০১০-এর দুপুরে। শেষবার অশক্ত হাতে লুঙ্গি নিংড়ে মেলে দেন বাঁশের টানায়। তারপর খাওয়া সেরে নিকটজনদেরও টের পেতে না দিয়ে, আত্মগোপনের পুরাতন শিক্ষা কাজে লাগিয়ে আত্মপ্রয়াণে ঝুলে পড়েন কাশিয়া-দরমার ঘরের চালায় বাঁশের টানার ফাঁসে।

আজও দেখি, এক বৃদ্ধা বহু কষ্টে হেঁটে আসছেন। কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়া হাড্ডিসার ঊর্ধ্বাঙ্গ রোগা দুটো পায়ের ওপর। পাকাচুলের মাথাটা নড়ছে। ঘোলাটে চোখ ঘাড় উঁচু করে দেখছে সামনের পথ। কোনোক্রমে পা টানছেন তিনি। বাঁ হাতে কিছু ভাঙা শুকনো ডাল। ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু প্রদীপ দেবনাথের দিকে তাকাই। প্রদীপ বুঝতে পারেন। বলেন, নীলমণি, জঙ্গল সাঁওতালের স্ত্রী। এখন ওই ডালপালা জ্বালিয়ে দু-মুঠো চাল ফোটাবেন। দিনে একবারই খাওয়া। আমার কথা বন্ধ। পাঁচ বছরে এত খারাপ অবস্থা। কানু সান্যাল মারা যাওয়ার তিনদিন পর এসে যে নীলমণিকে দেখেছি, তার ধ্বংসস্তূপ যেন এখন। সত্তরের পথে পথে চিৎকার করে বলেছি, 'নতুন যুগের নতুন নেতা/কমরেড জঙ্গল সাঁওতাল যুগ যুগ জিয়ো।' বলেছি, 'জেলকা তালা টুটেগা/কানু-জঙ্গল ছুটেগা।' এখন সেই বিপ্লবীর স্ত্রী অনাহারে ক্ষয়ে চুরমার জীবিত অবশেষ। নীলমণি আর নেই আজ। ২০১৬-র এপ্রিলে মারা যান। বিনা চিকিৎসায়। পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে। ক্ষুধাজনিত ব্যাধির যন্ত্রণা।

দেখা হল শান্তি মুন্ডার সঙ্গে। মান্‌ঝার পাড় থেকে উঠে এলেন। ২৪ মে ১৯৬৭-র কৃষক অভ্যুত্থানের অন্যতম নেত্রী। পাঁচ বছর আগে কানু সান্যালের ঘরের দাওয়ায় বসে বলেছিলেন কমরেডের বেদনাদায়ক পরিণতির কথা। চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। এদিন সেই দাওয়ায় তিনি বসতে নারাজ। কারণ 'কানু সান্যাল প্রতিষ্ঠিত সিপিআই (এম-এল)— প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কানু সান্যাল' লেখা একটা ব্যানার, তার আড়ালে কিছু লোক ঘর দখল করেছে। দাবি করছেন, তাঁরাই কানুবাবুর আসল দল। শেষদিন পর্যন্ত কমরেডের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা শান্তি মুন্ডা এখন গুরুত্বহীন। নিজের হাতে প্রত্যহ নিকোনো বিপ্লবস্বপ্নমাখা দাওয়ায় তিনি আর উঠবেন না। এসব কাণ্ডে বিরক্ত তিনি বলেন, যখন সবাই মিলে লড়াই করা দরকার, তখন এই ভাগাভাগি মানি কীভাবে? বোঝা গেল ভাঙন থেকে দখলদারি কীভাবে হতাশার অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে শান্তিদিদের।

রায়পাড়ায় যাওয়া হল বিপ্লবী খোকন মজুমদারের কাছে। কথা ভীষণভাবেই জড়িয়ে গিয়েছে। বলতে চান। বলেন। কিন্তু যা বলেন, তার সামান্যই বোঝা যায়। দোতলার ঘর থেকে নীচে নিয়ে এলেন। পার্টি অফিসে। দরজা বন্ধ। চাবি দিয়ে নিজেই খুললেন। অনেক লাল পতাকা। মানুষ নেই। খোকনদা বললেন, আছে। পার্টির কাগজ নিয়ে যায়। একটা কাগজ চাইলাম। খুঁজে পাওয়া গেল না। তবু বিশ্বাসে অটল, বিপ্লব হবেই। হয়তো আগের মতো নয়। অনেক ভুলভ্রান্তিতে ডুবে গিয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। মানুষ নিজের প্রয়োজনে আবার উঠে দাঁড়াবে, এই উচ্চারণটা অনেক স্পষ্ট শোনাল আমর্ম বিপ্লববিশ্বাসীর মুখে। পার্টি অফিসের দেওয়ালে লাল ব্যানারে সাদা রঙে লেখা: জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ— চারু মজুমদার। শুনেছি, মৃত্যুর আগে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় সেরিব্রাল অ্যাটাকে হাসপাতালে ভরতি হবার আগে, খোকন মজুমদার পড়ছিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'।

এরপর রামবোলাজোতে ক্ষুদন মল্লিকের কাছে। সে-কথা পরে বলি।

আগে, শিলিগুড়ির অভিজ্ঞতা। এক বন্ধুর সূত্রে একটি প্রগতিশীল আড্ডায় গেলাম। তখন অফিসফেরত সন্ধে। সত্তরের শিলিগুড়ির দিনগুলি সম্পর্কে যদি কিছু জানা যায়। কত ঘটনা অগোচরে থেকে গিয়েছে। যা আঞ্চলিক হলেও তাৎপর্যে প্রসারিত। বিশেষত চারু মজুমদারের নিজের শহর। একজন বললেন, নকশালবাড়ির ৫০ পূর্তি তো! বাজার বুঝে নেমে পড়েছেন? বিদ্রুপ ছিল বলায়। তাঁকে জানাই, কাজ শুরু করেছি বছর পাঁচেক আগে। বেনেবুদ্ধির তাড়না নেই। ছাপবে কে? প্রকাশক কই? আরেকজন বললেন, পুলিশকে যা বলিনি, তা আপনাকে বলতে পারব না। এই ভদ্রলোকের মন্তব্যের মানে বোধগম্য হল না।

পুলিশকে তিনি কী বলেছেন বা বলেননি, তা আমার জানার কথা নয়? তিনি, আক্ষরিক অর্থে, কিছুই বলেননি। বরং আমার কাছে জানতে চেয়েছেন। আরও একজন, বেশ দাপটের সঙ্গে বলে উঠলেন, আবার নকশালবাড়ি? সেই ভ্যানতারা! 'ইন্টারভিউ' শব্দটা শুনলেই কানুদা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতেন। এই দাপটমশায়ের সে-রকম অভিজ্ঞতা হতেই পারে। তিনি হয়তো জানেন না যে, 'দি ফার্স্ট নকশাল: অ্যান অথরাইজড বায়োগ্রাফি অফ কানু সান্যাল' বইটি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা। দিনের পর দিন সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কানু সান্যাল। জানি না কেন এমন ব্যবহার পেতে হল।

ফিরে এসে ফিচার লিখি। 'নকশালবাড়ি কেমন আছে'। নীলমণি সাঁওতাল, শান্তি মুন্ডা-সহ অনেকের ছবি দিয়ে। কানু সান্যালের ঘরের ছবিও ছিল। বড়ো কাগজ নয়, কিন্তু সাড়া মিলল প্রত্যাশার দূর-বাইরেও। নকশালবাড়ি কেমন আছে ক-জন জানেন? সত্তরের অভ্যুত্থানের অগ্রসৈনিকরা কী কষ্টে বেঁচে আছেন, ভাঙাচোরা দলগুলির মধ্যেকার বিরোধ কোন পর্যায়ে ইত্যাদি আগ্রহী পাঠকদের ছুঁয়েছিল। তখন একটা ছোটো বইয়ের পরিকল্পনা করি। 'নকশালবাড়ি কেমন আছে' নামে। শ্রদ্ধেয় এক চিন্তাবিদ বলেন, তাহলে নকশালবাড়ি আগে কেমন ছিল সে-কথাও যে বলতে হয়। কেন ভালো নেই, সে-কথাও। একেবারে ঠিক। নব্বই পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম তো অল্পই জানে নকশালবাড়ি কী?

একটু বড়ো পরিসরে কাজ শুরু হল। 'নকশালবাড়ির পথরেখা' শিরোনামে চারু মজুমদারের আটটি দলিল থেকে কানু সান্যালের মৃত্যু পর্যন্ত। ১৯৬৪ থেকে ২০১০। বোঝা গেল, এই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ এবং তার তাৎপর্য এই শিরোনামে ধরা অসম্ভব। কালসীমা হয়তো তেমন বড়ো নয়, ১৯৭২-এর পর ঘটনা অনেক কম, কিন্তু বাইরে দূরে ও নিহিত সম্প্রসারে গভীরগামী এই সময়টাকে লিপিবদ্ধ করা কঠিন কাজ। এরপর বিভিন্ন বিভাগে ভেঙে নেওয়া হয় আন্দোলনের বিবিধ তরঙ্গ, তত্ত্ব ও চরিত্রকে। নাম পালটে রাখা হয় 'নকশালবাড়ি ৫০: বজ্রনির্ঘোষের বিষাদগাথা।' অনেকে বলেন, যথাযথ। সত্যি তো, দেশভাগের তুল্য এই আন্দোলনের ক্ষয়ক্ষতি। অগণন মৃত্যু, আর ভাঙনের পর ভাঙন, ক্ষয়ের চিহ্ন চারদিকে। বাংলার সামাজিক বিন্যাসটা শেষ হয়ে গেল। লুম্পেনরা হয়ে উঠল নির্ধারক শক্তি। কিন্তু, বন্ধুদের মুখভার। তাঁরা বুঝলেন, নেতিবাচক কথাগুলো বড়ো করে বলার ফন্দি আঁটা হয়েছে। এটা তো অস্বীকার করা যাবে না যে, অপ্রিয় অনেক কথা আসবেই। কোনোটা কারও পছন্দ হবে, কোনোটা নয়। এ-সময় একটা কাগজে লিখি 'অভ্যুত্থানের খণ্ডচিত্র'। লেখাটি অনেকের ভালো লাগে। সত্যোচ্চারণের জন্য কেউ কেউ অভিনন্দন জানান। একটা দৃষ্টিভঙ্গির হদিশ পাওয়া যায়।

সেখানে লিখেছিলাম: স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল। তরাইয়ের জনপদ থেকে এ প্রান্ত সে প্রান্ত জনগণমনে। দাবানল থেকে আলো মুক্তিসূর্যের। সামন্তকাঠামো কেঁপে ওঠে। চোরাই জমি যায় মানুষের অধিকারে। কৃষকের গোলায় শ্রমের ফসল। ক্ষুধার্ত থালায় মুঠো মুঠো সাদা ভাত। ভাতের গন্ধে ভাসে ভারতের মানচিত্র। কিন্তু এত সহজ নয় সুখের দিন। যাদের পাহারা দেয় রাষ্ট্রযন্ত্র, তারা বিপন্ন হলে গুলি ছোটে, গোলা ছোটে, আইন হাতে জেলখানা ছোটে, মন্ত্রী, সান্ত্রী, মুদ্দফরাসও ছোটে। সে বড়ো সুখের সময় নয়। লুটিয়ে পড়ে লাশ কিষানের-কিষানীর, যুবকের-যুবতির, স্বপ্নের-স্বরাজের। এরই মধ্যে প্রিয়জনদের বিবাদ বিদ্বেষ রক্তাক্ত করে যুদ্ধের চেতনা। দাবানল থেকে ছাই ওড়ে। ছাইয়ের ওপর শিশির জমে। বিষাদগাথা খেতে ও খামারে। তবু যেহেতু বিদ্রোহের মৃত্যু নেই, নকশালবাড়ির শেষ নেই।

বইয়ের নাম পালটালো: 'নকশালবাড়ি: বজ্রনির্ঘোষের আগুনগাথা'। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কমিউনিস্ট বিপ্লবী সংগ্রামের অপরিমেয় ইতিকথার একটি খণ্ড— সীমিত সংকলন। আট বছর পর বইটি পরিবর্ধিত পরিমার্জিত হয়ে বেরচ্ছে নতুন নামে— নকশালবাড়ি: অতন্দ্র উত্থানগাথা।

৩

রামবোলাজোতের কথায় ফিরি। ইতিহাসের নানা মুহূর্তের সমাহারে জায়গাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাজার হাজার বিপ্লবী কৃষকের মিছিলের, নির্ঘোষের স্মৃতি আছে এখানকার মাটি ও বাতাসে। বছরের পর বছরের শ্রমে এখানে কানু সান্যাল ও তাঁর সঙ্গীরা গড়ে তুলেছিলেন শক্ত ঘাঁটি। সশস্ত্র প্রতিরোধের মুখে পুলিশ বাহিনী পিছু হটেছে বার বার। পরে বদলা নিয়েছে বিপ্লবীদের ঘর-গেরস্থালি খেত-খামার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে। এই রামবোলাজোতের মাঠে, আজমাবাদ বাগানের সীমানায়, তরাইয়ের পাঁচ হাজারেরও বেশি কৃষকের সম্মেলনে পটভূমি রচিত হয়েছিল নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের। সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, কেশব সরকার, পঞ্চানন সরকার, মণিলাল সিং, কদমলাল মল্লিক, ক্ষুদন মল্লিক, দীপক বিশ্বাস, শান্তি পাল প্রমুখ বিপ্লবীরা। তারিখ ১৮ মার্চ ১৯৬৭। সভা পরিচালনা করেন খোকন মজুমদার, কেশব সরকার ও মণিলাল সিং। তরাইয়ের জোতদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সশস্ত্র গণ সংগ্রাম গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করল সেই সম্মেলন। বেনামা জমি দখল, বন্ধকি মাল বাজেয়াপ্ত, বেআইনি 'দলিল' পুড়িয়ে ফেলা, গোলা থেকে ধান উদ্ধার ইত্যাদি এবং জোতদারদের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে আনা। দীপক বিশ্বাস-মণিলাল সিংরা প্রস্তাব দিলেন, কৃষকদের গণ-জমায়েত ও অভিযানের তুলনায় ছোটো ছোটো দলে গেরিলা স্কোয়াড-এর অভিযান বেশি সফল হতে পারে। এই প্রস্তাবেই নিহিত ছিল গণসংগঠন-বিমুখ খতমের লাইন। সম্মেলনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মণিলাল-দীপকদের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। তবু, ঠিক হয়, মণিলাল-দীপকরা তাঁদের লাইন নিয়ে কাজ করবেন ফাঁসিদেওয়ার চটেরহাটে। আর সশস্ত্র গণসংগ্রামের লাইন নিয়ে কাজ হবে নকশালবাড়িতে, খড়িবাড়িতে। চটেরহাট লাইন ব্যর্থ হল। কারণ কৃষকদের সশস্ত্র গণসংগ্রামের চাপে বিভিন্ন এলাকার জোতদাররা জড়ো হয়েছিলেন চটেরহাটে।

গণসংগঠন বাদ দিয়ে স্কোয়াড-নির্ভর খতমের লাইনের খেসারত দিতে হল বিপ্লবীদের। সম্পৎ রাইয়ের নেতৃত্বে জোতদারদের বাহিনীর হাতে খুন হন শোভান আলি। শান্তি পালের লেখা বিবরণে জানা যায়, জোতদারদের গুন্ডাবাহিনীর হাত থেকে দুটো বন্দুক ছিনিয়ে একা লড়েন শোভান আলি। তাঁর বাড়ি ছিল গোয়াবাড়িতে। অসম লড়াই। একদিকে আড়াইশো-তিনশো লোক আর পঞ্চাশ-ষাটটা বন্দুক। অন্যদিকে শোভান আলি একা। তিনি হঠাৎ কাদায় পিছলে পড়ে যান। জোতদাররা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে খুন করে। একই ঘটনায় শোভান আলির আগে জোতদারদের গুলিতে মারা যান দুই বিপ্লবী— ইসহাক ও সোইলা। শান্তি পাল লিখেছেন, চটেরহাটে তাঁদের বিপ্লবী কাজকর্মে বার বার বাগড়া দিয়েছেন কানু সান্যাল। কানু সান্যালের বয়ান অনুযায়ী, চটেরহাট লাইন খতমের লাইন এবং সে-লাইন ছিল চারু মজুমদারের। সে-লাইন পরাভূত। জিতেছে নকশালবাড়ি অর্থাৎ সশস্ত্র গণসংগ্রামের লাইন। অর্থাৎ কৃতিত্বটা কানু সান্যালের। এখানে দুটো প্রশ্ন ওঠে, এক, সিপিআই (এম-এল)-এর প্রথম পার্টি কংগ্রেসে চারু মজুমদার যখন 'খতমের মাধ্যমে সমস্ত সমস্যা সমাধানের' লাইন দেন, কানু সান্যাল নীরব ছিলেন কেন? দুই. চারু মজুমদারের মৃত্যুর আগে তিনি এসব কেন বলেননি? তাছাড়া, পার্টিতে চারু মজুমদারের 'কর্তৃত্বে'র প্রশ্নেও কানু সান্যাল জোরালো সওয়াল করেছিলেন চারু মজুমদারের পক্ষে। হঠাৎই মতবদল!

৪

অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের উদাহরণ অনেক। নেতৃত্বে অস্থিরতা এবং ক্রমাগত ভাঙন, দিশাহীনতা ও অসহিষ্ণুতা, নীচের দিকে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে অবিশ্বাস এবং অসহায়তা দ্রুত বিনাশের দিকে ঠেলে

দিল, বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ বিপ্লবপ্রয়াসকে। সময়কাল তেমন দীর্ঘ নয়। স্ফুলিঙ্গ থেকে ভোরের দাবানল, দিনশেষে অঙ্গার। তবে নতুন করে ভাবা ও গঠনের পর্বও আছে। সেটা নকশালবাড়ির সামগ্রিক আলোচনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কম গুরুত্বপূর্ণ নয় 'চিন্তা', 'দক্ষিণদেশ' এবং এমসিসি-র স্বতন্ত্র উদ্যোগের ইতিহাস। চারু মজুমদার ও অমূল্য সেন একই সময়ে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে দলিল লিখেছেন। চারু মজুমদারের দলিল চীনের নেতাদের কাছে পাঠানো হয়। 'চিন্তা'র দলিলও নিজস্ব মাধ্যমে চীনে পাঠিয়েছিলেন পত্রিকার সংগঠকরা।

'বিপ্লব একটি প্রবাহ' ও 'মূল্যায়ন' এবং 'দলিল ও বিতর্ক: প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিত' অংশে এই উত্তাল ও উপল-ব্যথিত ক্রান্তিকালকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। জানি, খামতি রয়ে গেল। অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও আলোচনা সংকলনে আনা যায়নি।

এই সংকলন যাঁদের হৃদয়-সংযোগে, সহযোগে হয়ে উঠতে পারল, তাঁরাই প্রকৃত কারিগর। প্রথমেই স্বীকার করি, 'এবং জলার্ক' পত্রিকার পরিচালকদের কাছে অপরিমেয় ঋণ। 'দেশব্রতী' সংকলন, 'দক্ষিণ দেশ' সংকলন এবং ক্রমান্বয়ী 'চারু মজুমদার সংখ্যা'র যে কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা করে চলেছেন, কোনো প্রশংসাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। এ দেশ গুণীর কদর জানে না, জানলে মাথায় করে রাখত। পত্রিকা-সম্পাদক স্বপন দাসাধিকারী এবং নীহাররঞ্জন বাগ তাঁদের লেখা ব্যবহারে সম্মতি দিয়েছেন, আমরা চিরকৃতজ্ঞ। তাঁদের পত্রিকার কিছু ছবিও আমরা নিয়েছি।

একটি গুপ্ত বিপ্লবপ্রয়াস এবং সে প্রয়াস আপাতত ব্যর্থ, তার ইতিহাস খোঁজা খুব কঠিন। বিপ্লবীরা অনেকেই নিহত এবং মৃত, অনেকেই সরে গেছেন স্থায়ী অন্তরালে। যখন বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে পুলিশ নিয়ে যায় বইপত্র, লুটপাট চুরিচামারি করে, বিপ্লবপর্বের পত্রিকা-কাগজ-পুস্তিকা ইত্যাদি রক্ষা পায় কীভাবে? বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী অমিতদ্যুতি কুমারের বাড়ি থেকে তিন জিপ-ভরতি কাগজপত্র নিয়ে গেছে পুলিশ দফায় দফায়। বাজেয়াপ্ত করার নামে সেই সব 'অবৈধ' কাগজপত্র লুট করে ইতিহাসের ক্ষতি করেছে পুলিশ ও প্রশাসন। নকশালপন্থী আন্দোলন সংক্রান্ত পুলিশ ফাইল নাকি পাওয়া যাচ্ছে না, এক মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন। বিপ্লবী খোকন মজুমদার মজা করে বলতেন, 'চোরাই মাল নিয়ে পুলিশ অফিসাররা নকশালবাড়ির ইতিহাস লিখছে।' অবশিষ্ট সংগ্রহ থেকে অমিতদ্যুতি কুমার খুঁজে দিয়েছেন অমূল্য সেন (মাস্টারমশাই) এবং কানাই চ্যাটার্জির (কে সি) চিঠি, কিছু দলিল।

নকশালবাড়ি বাজারের পুলক আচার্য ও বেঙ্গাইজোতের রাজু সরকারের সক্রিয় সহযোগ না পেলে এ-কাজ সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়ত। এই দুই যুবকের বাইকে চেপে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ির গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি সকাল থেকে সন্ধে। আগুনের ধাত্রীভূমি থেকে শহিদ পরিবার— সব ছুঁতে পেরেছি ওঁদের উদ্যমে। থাকা-খাওয়া পুলক আচার্যের বাড়িতে। যখনই প্রয়োজন হয়েছে, ফোন করেছি। খোঁজ নিয়ে জবাব দিয়েছেন দুই যুবক। খোকন মজুমদারের অসুস্থতা থেকে মৃত্যু— প্রতিদিনের খবর পেয়েছি এঁদের কাছে।

প্রদীপ দেবনাথ মানে কানু সান্যালের নিকটজন, মান্‌ঝা নদী, নকশালবাড়ি আন্দোলনের অনেক কথা ও সহৃদয় আতিথ্য। যখন-তখন ফোন করি প্রদীপকে। বিরক্তি নেই। আন্দোলনের বাইরে অনেক কথা থাকে, শীতবাতাস, গা-জ্বলা রোদ, মান্‌ঝা নদীর জল এবং ইতর পার্টিবাজি ও অসহায় মানুষ— সব কথা এখনও হয়।

বিপ্লবী সনৎ রায়চৌধুরী ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জীবনের কথা বলার সূত্রে সেই সময়ের কথা তুলে

ধরেন। সন্তোষ রাণা সাক্ষাৎকারে নিজের অভিমত স্পষ্ট করে বলেন, পুরোনো লেখা পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেন। পুনর্মুদ্রণে সম্মতি জানিয়েছেন অশ্রুকুমার সিকদার, স্থবির দাশগুপ্ত এবং অশোক চট্টোপাধ্যায়। নতুন লেখা দিয়েছেন পুণ্যব্রত গুণ। ছবি দিয়ে, বই দিয়ে, দুষ্প্রাপ্য নথি দিয়ে সহায়তা করেছেন প্রখ্যাত আলোকচিত্রী সুব্রত পত্রনবীশ, সিপিআই (এম-এল) নেতা সুবোধ মিত্র, অনীক চক্রবর্তী, রাতুল চন্দ রায়, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সজল মিত্র, রাহুল পুরকায়স্থ, অরূপ মুখোপাধ্যায়। কিছু ছবি অন্য সূত্রেও পেয়েছি। আরও যে বন্ধুরা নানাভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের কয়েকজন হলেন নিখিলেশ রায়, মানব চক্রবর্তী, সত্য মণ্ডল, মানস ভট্টাচার্য, সনৎ কর্মকার, নাথুরাম বিশ্বাস, সমীর ঘোষ, গর্জন মল্লিক। সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনের বন্ধুদের অকুণ্ঠ সহযোগ পেয়েছি। তাঁদের পার্টির দার্জিলিং শাখা প্রকাশিত 'দ্রোহকালের অন্য কারিগরেরা' নামের বইটি থেকে কিছু তথ্য নেওয়া হয়েছে। কৃতজ্ঞ সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদারের কাছে। পুরোনো গ্রাফিতি সংগ্রহ ও সেদিনের গ্রাফিতির পুনর্নির্মাণ করেছেন রাতুল চন্দ রায় ও অভিজিৎ পাল। বাংলাদেশ থেকে জরুরি বই এনে দিয়েছেন মঞ্জি খালেদা বেগম।

সম্পাদনার জটিল কাজে অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও উৎপল বসু বড়ো ভূমিকা নিয়েছেন।

'নকশালবাড়ি: বজ্রনির্ঘোষের আগুনগাথা' প্রকাশিত হয় জুলাই ২০০৭/আষাঢ় ১৪১৪-য়। প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই সব কপি বিক্রি হয়ে যায়। নানা তরফে পুনর্মুদ্রণের তাগাদা থাকা সত্ত্বেও কাজটা করা যায়নি। প্রথম প্রকাশে মুদ্রণ-প্রমাদ ছিল বেশ। সে-সব সংশোধন করা জরুরি। কিছু সংযোজনও আবশ্যিক হয়ে পড়ে। ভাবা হল পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণের কথা। অনেকটাই দেরি হল সে কাজে, মূলত আমার দোষে এবং পরিস্থিতির অভাবিত প্রতিকূলতায়। একেবারে নতুন বিন্যাসে নতুনভাবে বেরোচ্ছে এই বই। অনিবার্য কারণে নামেও পরিবর্তন ঘটানো হল। 'পুনশ্চ'-র কর্ণধার সন্দীপ নায়কের অশেষ আগ্রহ ও অবিরাম তাগাদা আমাকে সক্রিয় রেখেছে। ভ্রাতৃপ্রতিম অনুজ তিনি এই বইয়ের কারিগর হয়ে উঠেছেন নিজের উদ্যমে। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ছোটো করব না। ভুলত্রুটি যা আছে, তার দায় এককভাবে আমার।

২৪ মে ২০২৫ মধুময় পাল

পর্ব-১

বিপ্লব একটি প্রবাহ